অনুসন্ধান
কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

নবম খণ্ড : গালাতীয়

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবম খণ্ড : গালাতীয়

ভূমিকা

পত্রখানির লেখক: পত্রের প্রারম্ভিক বাক্যগুলো থেকে পৌলকে এই পত্রের লেখক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

প্রাপক: মূলত গালাতিয়া অবস্থিত ঈসায়ী মণ্ডলী এবং এর পার্শ্ববর্তী এন্টিয়ক, ইকনিয়, লুস্ত্রা ও দর্বী মণ্ডলীর উদ্দেশেও এই পত্রটি লেখা হয়েছিল।

লেখার স্থান ও সময়কাল: অনেকের মতে পৌল ৫৩ থেকে ৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ইফিষ বা ম্যাসিডোনিয়া থেকে পত্রটি লিখেছিলেন। অন্যান্যদের মতে তিনি ৪৯ থেকে ৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে সিরিয়ার আন্তিয়খিয়া থেকে এই পত্রটি লিখেছিলেন।

যে উদ্দেশ্যে পত্রটি লেখা হয়েছিল: রোমীয় প্রদেশের গালাতিয়ায় পৌলের কিছু শিষ্য ঈসায়ী ঈমান থেকে সরে যাচ্ছিল বলে তাঁর এই চিঠি লেখা দরকার হয়ে পড়েছিল। পৌলের প্রথম (প্রেরিত ১৩:৪-১৪:২৮), দ্বিতীয় (প্রেরিত ১৬:৬) এবং তৃতীয় (প্রেরিত ১৮:২৩) তবলিগ যাত্রার সময় এই লোকেরা ঈসা মসীহের উপর ঈমান এনেছিল। পৌল কাদের কাছে এই চিঠি লিখেছেন সেই বিষয়ে নানা রকম ধারণা আছে। পূর্বের গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, এই চিঠি উত্তর গালাতিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু স্যার উইলিয়াম র‍্যামসে এবং আরো অনেকে বিশ্বাস করেন যে, দক্ষিণ গালাতিয়ার মণ্ডলীগুলোতে অর্থাৎ লুস্ত্রা, দর্বী, ইকনিয় এবং পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীগুলোর কাছে এই চিঠি লেখা হয়েছে। প্রেরিত পৌল অ-ইহুদীদের কাছে যে দয়ার সুসমচার তবলিগ করেছেন এই চিঠিতে তিনি সেই দয়ার সুখবরের পক্ষে কথা বলেছেন (প্রেরিত ১৪:২৭)। ইহুদী-ঈমানদার শিক্ষকরা এসে লোকদের কাছে ভিন্ন রকম শিক্ষা দিয়েছিল যে, পৌলের সুসমাচার বিশ্বাস করার সঙ্গে সঙ্গে মূসার শরীয়তও পালন করতে হবে।

পত্রটির মূল বক্তব্য: গালাতীয় পত্রে পৌল সহজ ও সাবলীল ভাষায় এই সত্য উপস্থাপন করেছেন যে, ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান আনার মধ্য দিয়ে মানুষ ধার্মিক গণিত হয়, শরীয়ত পালনের মধ্য দিয়ে নয়। তিনি এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, একমাত্র মসীহ্ ও পাক-রূহের অনুগ্রহ ও ক্ষমতা দ্বারা মানুষ পবিত্র হতে পারে, কোন বাহ্যিক রীতি-নীতি পালনের মধ্য দিয়ে নয়।

গালাতিয়া প্রদেশ: 'গালাতিয়া' নামটি বর্বর 'গল' (Gaul) জাতির নাম থেকে এসেছে, যারা গ্রীক ও রোমীয় সাম্রাজে কয়েক শতক ধরে দস্যুবৃত্তি চালিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করার পর এশিয়া মাইনরে বসতি স্থাপন করেছিল। রোমান

শাসনাধীন মূল গালাতিয়া প্রদেশটির অবস্থান ছিল মধ্য এশিয়া মাইনরে, অর্থাৎ বর্তমান আধুনিক তুরস্কে, যা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ২৫০ মাইল ও পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় ১৭৫ মাইল জুড়ে বিস্তৃত ছিল।

হযরত পৌল ও হযরত মূসার শরীয়ত: হযরত পৌলের শিক্ষায় মূসার শরীয়ত হল আল্লাহ্‌র দেয়া শরীয়ত, যা তিনি সিনাই পাহাড়ে ইসরাইল জাতির সঙ্গে করা তাঁর নিয়মের অংশরূপে তাদের জন্য দিয়েছিলেন। এই প্রশ্নে হযরত পৌল সব সময়ই একজন খাঁটি ইহুদী ছিলেন। কিন্তু মসীহে তিনি এক নতুন জীবন লাভ করেছেন, যা সমস্ত শরীয়তের ঊর্ধ্বে। এ চিঠিতে তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, যারা ঈমানের দ্বারা ঈসা মসীহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের উপরে শরীয়তের আর কোন কর্তৃত্ব নেই; তারা আর গোলাম-বাঁদী নয়, কিন্তু স্বাধীন মানুষ। তাই অ-ইহুদীদের ঈসায়ী হবার জন্য আর ইহুদীদের মত হতে হবে না।
শরীয়ত পালনের দ্বারা নয়, কিন্তু মসীহে ঈমানের দ্বারাই মানুষ আল্লাহ্‌র সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে (২:১৬,২১; ৩:২,৫)। পৌল ইসরাইল জাতির ইতিহাস থেকে একটা উপমার সাহায্যে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর নিয়ম স্থির করলেন এবং হযরত ইব্রাহিমের ঈমানের জন্যই আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঠিক হল এবং তা তাঁর খৎনা করানোর আগে (৩:৬-৭), শরীয়ত আসার ৪৩০ বছর আগে (৩:১৪-১৮)! শরীয়ত চিরকালের জন্য দেয়া হয় নি, এর প্রয়োজন ছিল হযরত ইব্রাহিমের বংশধরদের মসীহ্ আসার আগ পর্যন্ত, যাঁর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র লোকদের কাছে করা তাঁর ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে (৩:১৯)। এখন যেহেতু মসীহ্ এসে গেছেন, তাই আমাদের উপরে শরীয়তের আর কর্তৃত্ব নেই (৩:২২-২৫)। পৌল দু'টি বিষয় সামনে রেখেছেন– শরীয়তের প্রতি বাধ্যতা, যার অর্থ গোলামী; এবং মসীহের প্রতি বাধ্যতা, যার অর্থ স্বাধীনতা (৪:২১-২৬,৩১)। এই স্বাধীনতার মানে ভালবাসায় একে অন্যের সেবা করা; কারণ সমস্ত শরীয়ত

BACIB International Bible CHURCH

একটি হুকুমে সংক্ষেপে বলে দেওয়া হয়েছে, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে"(৫:১৪)। তাই পৌল তাঁর পাঠকদের বলেন, "স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই মসীহ্ আমাদের স্বাধীন করেছেন; অতএব তোমরা স্থির থাক এবং গোলামীর জোয়ালিতে আর আবদ্ধ হয়ো না" (৫:১)। যদি তোমরা এখনও শরীয়ত পালনের দ্বারা নাজাত পেতে চেষ্টা কর, তাহলে তোমরা মসীহে (৫:৪) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিজেদের দূর করে রাখছ। মসীহের সঙ্গে থাকার একমাত্র উপায় হল ঈমান, যা মহব্বতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় (৫:৬)।

হযরত পৌলের বিরুদ্ধবাদী লোকেরা: পৌল ও তাঁর বিরুদ্ধবাদী লোকেরা সরাসরি অশান্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। পৌল তাদের "গুপ্তচর" (২:৪) আখ্যা দিয়েছেন, যারা তাঁর নিজের তবলিগ করা সুসমাচার থেকে "ভিন্ন এক সুসমাচার" তবলিগ করেছিল (১:৯)। তারা পৌলের বিরুদ্ধে আবার দু'টি অভিযোগ এনেছিল, তা ছিল:

১. পৌল আসল প্রেরিত ছিলেন না, তাই একজন প্রেরিতরূপে শিক্ষা দেবার অধিকার তাঁর ছিল না।
২. পৌল যে সুসমাচার তবলিগ করেছিলেন তা সম্পূর্ণ সুসমাচার ছিল না, তাই তার সঙ্গে আরও কিছু বিষয় শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন ছিল।

পৌল তীব্রভাবে এই দু'টি অভিযোগই খণ্ডন করেছেন এবং তিনি তাঁর বিরোধিতাকারীদের নিন্দায় ও তাঁর পাঠকদের প্রতি তাঁর আহ্বানে অত্যন্ত আপোষহীন ব্যবহার দেখিয়েছেন। যদিও তাদের শিক্ষাকে পৌল ঠিকই নিন্দা করেছেন কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধবাদী লোকগুলো কারা ছিল তা সঠিকভাবে বলতে পারা যায় না। তারা কি ইহুদীদের সমাজ থেকে আসা ঈসায়ী ছিল, না-কি ঈসায়ী নয় কিন্তু ইহুদী ছিল? না-কি তারা ইহুদী ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত অ-ইহুদী ছিল? তারা কি স্থানীয় লোক ছিল বা জেরুশালেম থেকে হযরত ইয়াকুব যাদের আন্তিয়খিয়ায় পাঠিয়েছিলেন (২:১২) সেই লোকদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল? পৌলের মনে অশান্তির বড় কারণ ছিল সেই সমস্ত ইহুদীবাদীরা, যারা অ-ইহুদী ঈমানদারদের উপরে ইহুদীদের নিয়ম-কানুন চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু চিঠির শেষ দিকে (৫:১৩ আয়াত থেকে) তিনি আবার তার উল্টো অবস্থার বিপদের বিষয়েও সতর্ক করে দেন, অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতার ফলে বিপদের বিরুদ্ধে। এটা সম্ভব যে, সেখানে দুই দল লোক পৌলের বিরোধিতা করছিল। তবে আমরা তা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। যে বিষয়টি পরিষ্কার তা এই যে, পৌল এই নতুন মণ্ডলীকে মসীহ্ ধর্মের বিষয়ে একেবারেই ভুল শিক্ষা পাবার বিপদের মুখে দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর পাঠকদের সঠিক পথে আনাই ছিল তাঁর জীবনের একটা বড় দায়িত্ব।

আজকের জন্য এই পত্রটির শিক্ষা: খৎনা করার ব্যাপারটি আজকের দিনের অধিকাংশ ঈসায়ীর কাছে একটা ধর্মীয় ব্যাপার নয়; যদিও ইহুদী ও ঈসায়ী ঈমানদারদের মধ্যকার সম্পর্কটি আজও অনেকের কাছে একটা বড় বিষয়। কিন্তু এ পত্রটিতে যে সব প্রশ্ন উঠেছে সেগুলো আরও ব্যাপক বিষয়। পৌল সেদিন যাদের কাছে তাঁর এই পত্রখানা লিখেছিলেন তাদের মত আজকের দিনের লোকদেরও গুনাহ্ থেকে স্বাধীন হবার বিষয়ে পৌলের তবলিগকৃত সুসমাচার বার বার শোনার প্রয়োজন। এই সুসমাচার হল, স্বাধীনতা আল্লাহ্‌র দান, যা ঈসা মসীহের মাধ্যমে কেবল ঈমানের দ্বারাই লাভ করা যায়। মানুষের কোন চেষ্টা বা কাজের দ্বারা এর কিছুই লাভ হয় না। সেই সময়ের পাঠকদের জন্য যেমন পৌলের শিক্ষা মূল্যবান, আমাদের জন্যও তেমন মূল্য বহন করে, "স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই মসীহ্ আমাদের স্বাধীন করেছেন; অতএব তোমরা স্থির থাক এবং গোলামীর জোয়ালিতে আর আবদ্ধ হয়ো না" (৫:১)।

প্রধান আয়াত: "স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই মসীহ্ আমাদের স্বাধীন করেছেন; অতএব তোমরা স্থির থাক এবং গোলামীর জোয়ালিতে আর আবদ্ধ হয়ো না।" (৫:১)।

প্রধান প্রধান লোক: পৌল, পিতর, বার্নাবাস, তীত, ইব্রাহিম, ভণ্ড শিক্ষকরা।

প্রধান স্থানসমূহ: গালাতীয়, জেরুশালেম।

পত্রটির রূপরেখা:

(ক) ভূমিকা - ১:১-১০
  ১. হযরত পৌলের প্রেরিত-পদ (১-৪)
  ২. ইঞ্জিল মাত্র একটিই (৬-১০)
(খ) সাহাবী হিসেবে হযরত পৌলের মনোনয়ন (১:১১-২:২১)
  ১. হযরত পৌলের প্রতি সহভাগিতার ডান হাত (২:১-১০)
  ২. ঈমান দ্বারা নাজাত লাভ (২:১১-২১)
(গ) ঈমান না শরীয়ত? (৩:১-৪:৩১)
  ১. শরীয়ত ও ওয়াদা (৩:১৫-১৮)
  ২. শরীয়তের উদ্দেশ্য (৩:১৯-৪:৭)
  ৩. আল্লাহ্‌র রহমতে স্থির থাকতে বিনতি (৪:৮-২০)
  ৪. বিবি সারা ও হাজেরা (৪:২১-৩১)
(ঘ) ঈসা মসীহে স্বাধীনতা (৫:১-১৫)
(ঙ) পাক-রূহের বশে স্থির থাকতে নিবেদন (৫:১৬-২১)
(চ) পাক-রূহের ফল (৫:২২-২৬)
(ছ) এক জন অন্য জনের ভার বহন করা (৬:১-১০)
(ঝ) শেষ কথা ও শুভেচ্ছা (৬:১১-১৮)

গুনাহ্-স্বভাবের কাজ

পতিতাগমন (গালা ৫:১৯)
নাপাকীতা (গালা ৫:১৯)
লম্পটতা (গালা ৫:১৯)
শত্রুতা (গালা ৫:২০)
ঝগড়া (গালা ৫:২০)
ঈর্ষা (গালা ৫:২০)
রাগ (গালা ৫:২০)
স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা (গালা ৫:২০)
বিচ্ছিন্নতা (গালা ৫:২০)
ঔদ্ধত্ব (২ করি ১২:২০)
হিংসা (গালা ৫:২১)
হত্যা (প্রকা ২২:১২-১৬)
মূর্তিপূজা (গালা ৫:২০; ইফি ৫:৫)
মত্ততা (গালা ৫:২১)
রঙ্গরস (লূক ১৫:১৩; গালা ৫:২১)
প্রবঞ্চনা (১ করি ৬:৮)
জেনা (১ করি ৬:৯,১০)
সমকামিতা (১ করি ৬:৯,১০)
লোভ (১ করি ৬:৯,১০; ইফি ৫:৫)
চুরি (১ করি ৬:৯,১০)
মিথ্যা বলা (প্রকা ২২:১২-১৬)

পাক-রূহের ফল

মহব্বত (গালা ৫:২২)
আনন্দ (গালা ৫:২২)
শান্তি (গালা ৫:২২)
দীর্ঘসহিষ্ণুতা (গালা ৫:২২)
দয়া (গালা ৫:২২)
মাধুর্য (গালা ৫:২২)
বিশ্বস্ততা (গালা ৫:২২)
মৃদুতা (গালা ৫:২৩)
ইন্দ্রিয়দমন (গালা ৫:২৩)

হযরত পৌলের প্রেরিত-পদ

১ ১ পৌল এক জন প্রেরিত– মানুষের পক্ষ থেকে নয়, মানুষের দ্বারাও নয়, কিন্তু ঈসা মসীহের দ্বারা এবং যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে উত্থাপিত করেছেন সেই পিতা আল্লাহ্‌র দ্বারা নিযুক্ত– ২ এবং যে সকল ভাইয়েরা আমার সঙ্গে রয়েছে তারাও, গালাতিয়ার মণ্ডলীগুলোর সমীপে লিখছি। ৩ আমাদের পিতা আল্লাহ্‌ এবং ঈসা মসীহের কাছ থেকে রহমত ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক; ৪ ইনি আমাদের গুনাহের জন্য নিজেকে দান করলেন যেন আমাদের আল্লাহ্‌ ও পিতার ইচ্ছানুসারে আমাদের এই উপস্থিত মন্দ যুগ থেকে উদ্ধার করেন। ৫ যুগপর্যায়ের যুগে যুগে আল্লাহ্‌র মহিমা হোক। আমিন।

ইঞ্জিল মাত্র একটিই

৬ আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, মসীহের রহমতে যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা এত শীঘ্র তাঁর থেকে অন্য রকম ইঞ্জিলের দিকে ফিরে যাচ্ছ। ৭ আসলে অন্য ইঞ্জিল বলতে কিছু নেই; কেবল এমন কতগুলো লোক আছে যারা তোমাদের অস্থির করে তোলে এবং মসীহের ইঞ্জিল বিকৃত করতে চায়। ৮ কিন্তু আমরা তোমাদের কাছে যে ইঞ্জিল তবলিগ করেছি তা ছাড়া অন্য কোন রকম ইঞ্জিল যদি কেউ তবলিগ করে– তা আমরাই করি, কিংবা বেহেশত থেকে আগত কোন ফেরেশতাই করুক– তবে সে বদদোয়াগ্রস্ত হোক। ৯ আমরা আগে যেমন বলেছি, এখনও আবার আমি বলছি, তোমরা যা গ্রহণ করেছ তা ছাড়া আর কোন ইঞ্জিল যদি কেউ তোমাদের কাছে তবলিগ করে তবে সে বদদোয়াগ্রস্ত হোক।

১০ আমি কি এখন মানুষের অনুমোদন পাবার চেষ্টা করছি না আল্লাহ্‌র অনুমোদন পাবার চেষ্টা করছি? অথবা আমি কি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করছি? যদি এখনও মানুষকে সন্তুষ্ট করতাম তবে মসীহের গোলাম হতাম না।

সাহাবী হিসেবে হযরত পৌলের মনোনয়ন

১১ কেননা, হে ভাইয়েরা, আমার দ্বারা যে ইঞ্জিল তবলিগ করা হয়েছে সেই বিষয়ে তোমাদেরকে জানাচ্ছি যে, তা মানুষের মত অনুযায়ী করা হয় নি। ১২ কেননা আমি মানুষের কাছ থেকে তা গ্রহণও করি নি এবং শিক্ষাও পাই নি; কিন্তু ঈসা মসীহের প্রত্যাদেশ দ্বারা পেয়েছি।

১৩ ইহুদী-ধর্ম পালন করার সময় তোমরা তো আমার আগেকার আচার ব্যবহারের কথা শুনেছ; আমি আল্লাহ্‌র মণ্ডলীকে ভীষণভাবে নির্যাতন করতাম ও তা উৎপাটন করতাম; ১৪ আর পরম্পরাগত পূর্বপুরুষের রীতিনীতি পালনে আমি অতিশয় উদ্যোগী হওয়াতে আমার স্বজাতির সমবয়স্ক অনেক লোকের চেয়ে আমি ইহুদী-ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ১৫ কিন্তু যিনি আমাকে আমার মায়ের গর্ভ থেকে পৃথক করেছেন এবং আপন রহমত দ্বারা আহ্বান করেছেন, ১৬ তিনি যখন তাঁর পুত্রকে আমার কাছে প্রকাশ করার সুবাসনা করলেন যেন আমি অ-ইহুদীদের মধ্যে তাঁর বিষয়ে তবলিগ করি তখন আমি কোনও মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করলাম না, ১৭ এবং জেরুশালেমে আমার পূর্ববর্তী প্রেরিতদের কাছে গেলাম না, কিন্তু আরব দেশে চলে গেলাম এবং পরে দামেস্কে ফিরে এলাম।

১৮ তারপর তিন বছর গত হলে পর কৈফার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য জেরুশালেমে গেলাম এবং পনেরো দিন তাঁর কাছে রইলাম। ১৯ কিন্তু সেখানে প্রেরিতদের মধ্যে অন্য কারো সঙ্গে দেখা হয় নি, কেবল প্রভুর ভাই ইয়াকুবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ২০ এই যেসব কথা

[১:১] প্রেরিত ৯:১৫; ২০:২৪; ২:২৪।
[১:২] ফিলি ৪:২১; প্রেরিত ১৬:৬।
[১:৩] রোমীয় ১:৭।
[১:৪] মথি ২০:২৮; রোমীয় ৪:২৫।
[১:৫] রোমীয় ১১:৩৬।
[১:৬] রোমীয় ৮:২৮; ২করি ১১:৪।
[১:৭] প্রেরিত ১৫:২৪।
[১:৮] রোমীয় ৯:৩।
[১:৯] রোমীয় ১৬:১৭।
[১:১০] রোমীয় ২:২৯।
[১:১১] ১করি ১৫:১।
[১:১২] ১করি ২:১০; ১১:২৩; ১৫:৩।
[১:১৩] প্রেরিত ২৬:৪,৫; ১করি ১০:৩২; প্রেরিত ৮:৩।
[১:১৪] প্রেরিত ২১:২০; মথি ১৫:২।
[১:১৫] ইয়ার ১:৫; ইশা ৪৯:১,৫।
[১:১৬] প্রেরিত ৯:১৫।
[১:১৭] প্রেরিত ৯:২,১৯-২২।
[১:১৮] প্রেরিত ৯:২২,২৩,২৬,২৭।
[১:১৯] মথি ১৩:৫৫; প্রেরিত ১৫:১৩।
[১:২০] রোমীয় ১:৯;

১:২ ভাইয়েরা। সিরিয়ার আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর সহকর্মী ও ঈসায়ীবৃন্দ।

১:৪ উপস্থিত মন্দ যুগ থেকে উদ্ধার করেন। ঈসা মসীহ্‌ যে কাজ সম্পাদন করতে এই দুনিয়াতে এসেছিলেন তা ছিল আমাদেরকে গুনাহ্‌ থেকে সর্বোতভাবে মুক্তি দেবার জন্য স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া, যেন আমরা দুনিয়ার মন্দতায় নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে না যাই।

১:৬ অন্য রকম ইঞ্জিল। গালাতীয় মণ্ডলীতে ভ্রান্ত শিক্ষকেরা প্রবেশ করেছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল পৌলের শিক্ষাগুলোকে বাতিল ঘোষণা করে লোকদের কাছে নিজেদের মন মত শিক্ষা দান করা। অন্যরকম ইঞ্জিল বলার কারণ হচ্ছে, তারা এতে ঈসা মসীহের উপর নাজাত আনার পাশাপাশি ইহুদীদের রীতি অনুসারে খৎনা করা, শরীয়ত পালন এবং ইহুদীদের বিশেষ বিশেষ ঈদ পালনকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা দিয়েছিল, যা ছিল প্রকৃত ঈসায়ী আদর্শের বিরোধী।

১:৯ বদদোয়াগ্রস্ত হোক। বদদোয়াগ্রস্ত (গ্রীক *এনাথেমা*) শব্দটির অর্থ হচ্ছে কোন একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র বদদোয়ার অধীনে রাখা, তাকে বিচার ও শাস্তিভোগের জন্য আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেওয়া।

১:১০ যদি এখনও ... গোলাম হতাম না। ইহুদীবাদীরা পৌলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিল যে, তিনি মানুষের আনুকূল্য লাভের জন্য তাদের স্বার্থে কাজ করেন। কিন্তু তিনি উত্তরে বলেছেন যে, মানুষকে সন্তুষ্ট রাখতে চাইলে তিনি ফরীশীই থেকে যেতেন।

১:১৪ পূর্বপুরুষের রীতিনীতি। মূসার শরীয়ত এবং প্রাচীনকাল থেকে ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আসা প্রথা ও রীতিনীতি।

১:১৭ আরব দেশ। ট্রান্সজর্ডান তথা সিরিয়া ও দামেস্ক থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিমে সুয়েজ পর্যন্ত বিস্তৃত স্থলভাগ, যা বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য নামে পরিচিত।

১:১৯ ইয়াকুব। প্রভু ঈসা মসীহের ভাই, যিনি জেরুশালেমের প্রাথমিক মণ্ডলীর একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তিনিই ইয়াকুব পত্রের লেখক।

তোমাদেরকে লিখছি, দেখ, আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে
বলছি, আমি মিথ্যা বলছি না। ২১ তারপর আমি
সিরিয়া ও কিলিকিয়ার অঞ্চলগুলোতে গেলাম।
২২ আর তখনও আমি এহুদিয়ায় অবস্থিত মসীহে
আশ্রিত মণ্ডলীগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না।
২৩ তারা কেবল এই কথা শুনতে পেয়েছিল, যে
ব্যক্তি আগে আমাদের নির্যাতন করতো সে এখন
সেই ঈমানের বিষয়ে তবলিগ করছে যা আগে
উৎপাটন করতো; ২৪ এবং তারা আমার দরুন
আল্লাহ্‌র গৌরব করতো।

হযরত পৌলের প্রতি সহভাগিতার ডান হাত

২ ১ পরে চৌদ্দ বছর পর আমি বার্নাবাসের
সঙ্গে পুনরায় জেরুশালেমে গেলাম এবং
তীতকেও সঙ্গে নিলাম। ২ আর প্রত্যাদেশ
অনুসারে গমন করলাম এবং যে ইঞ্জিল
অ-ইহুদীদের মধ্যে তবলিগ করে থাকি,
সেখানকার লোকদের কাছে তার ব্যাখ্যা করলাম,
কিন্তু যাঁরা গণ্যমান্য তাঁদের কাছে গোপনে
বললাম, পাছে দেখা যায় যে আমি বৃথা দৌড়াচ্ছি
বা দৌড়েছি। ৩ এমন কি তীত, যিনি আমার সঙ্গে
ছিলেন, তিনি গ্রীক হলেও তাঁকে খৎনা করতে
বাধ্য করা হয় নি। ৪ গুপ্তভাবে নিয়ে আসা সেই
কয়েকজন ভণ্ড ঈমানদারদের জন্য এরকম হল;
মসীহ্‌ ঈসাতে আমাদের যে স্বাধীনতা আছে, সেই
স্বাধীনতার দোষ ধরবার জন্যই তারা গোপনে
প্রবেশ করেছিল যেন আমাদের গোলাম করে
রাখতে পারে। ৫ কিন্তু আমরা এক মুহূর্তের
জন্যও তাদের অধীনতা স্বীকার করে তাদের
বশবর্তী হলাম না, যেন ইঞ্জিলের সত্য তোমাদের
কাছে থাকে। ৬ আর যাঁরা গণ্যমান্য বলে খ্যাত—
তাঁরা কেমন লোক ছিলেন, এতে আমার কিছু
যায়-আসে না, আল্লাহ্‌ মানুষের মুখাপেক্ষা করেন
না— বস্তুত সেই গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে
আমি নতুন কিছুই জানতে পারি নি; ৭ বরং
পক্ষান্তরে যখন দেখলেন, খৎনা করানো
লোকদের মধ্যে যেমন পিতরকে, তেমনি খৎনা-
না-করানো লোকদের মধ্যে আমাকে ইঞ্জিলের
ভার দেওয়া হয়েছে— ৮ কারণ খৎনা-করানো
লোকদের কাছে প্রেরিতিক-কাজের জন্য যিনি
পিতরের মধ্য দিয়ে কাজ করলেন, তিনি
অ-ইহুদীদের জন্য আমার মধ্য দিয়েও কাজ
করলেন— ৯ যখন তাঁরা আমাকে দেওয়া সেই
রহমতের বিষয় বুঝতে পারলেন, তখন ইয়াকুব,
কৈফা ও ইউহোন্না— যাঁরা স্তম্ভ হিসেবে মান্য—
আমাকে ও বার্নাবাসকে সহভাগিতার ডান হাত
বাড়িয়ে দিলেন যেন আমরা অ-ইহুদীদের কাছে
যাই আর তাঁরা খৎনা-করানো লোকদের কাছে
যান; ১০ কেবল চাইলেন যেন আমরা দরিদ্রদের
কথা স্মরণে রাখি; আর তা করতে আমিও
যত্নবান ছিলাম।

ঈমান দ্বারা নাজাত লাভ

১১ কিন্তু কৈফা যখন এন্টিয়কে আসলেন তখন
আমি মুখের উপরেই তাঁর প্রতিরোধ করলাম,
কারণ তিনি দোষী হয়েছিলেন। ১২ ফলত
ইয়াকুবের কাছ থেকে কয়েক জনের আসার
আগে তিনি অ-ইহুদীদের সঙ্গে আহার করতেন,
কিন্তু ওরা আসলে পর তিনি খৎনা-করানো
লোকদের ভয়ে পিছিয়ে পড়তে ও নিজেকে পৃথক

৯:১।
[১:২১] লূক ২:২; প্রেরিত ৬:৯।
[১:২২] ১থিষ ২:১৪; রোমীয় ১৬:৩।
[১:২৩] প্রেরিত ৬:৭; ৮:৩।
[১:২৪] মথি ৯:৮।
[২:১] প্রেরিত ১৫:২; ৪:৩৬।
[২:২] ১করি ২:১০; প্রেরিত ১৫:৪,১২।
[২:৩] ২করি ২:১৩; প্রেরিত ১৬:৩।
[২:৪] প্রেরিত ১:১৬; গালা ৫:১,১৩।
[২:৬] প্রেরিত ১০:৩৪; প্রকা ২:২৩।
[২:৭] ১থিষ ২:৪; ১তীম ১:১১; প্রেরিত ৯:১৫।
[২:৮] ১করি ১:১।
[২:৯] প্রেরিত ১৫:১৩; ১তীম ৩:১৫।
[২:১০]প্রেরিত ২৪:১৭।
[২:১১] প্রেরিত ১১:১৯।
[২:১২] প্রেরিত ১৫:১৩; ১১:৩; ১০:৪৫; ১১:২।
[২:১৩] প্রেরিত

১:২১ সিরিয়া ও কিলিকিয়ার অঞ্চলগুলো। এশিয়া মাইনর প্রদেশ। মূলত পৌল এ সময় তাঁর নিজ শহরে তর্শীশে গিয়েছিলেন।

২:১ চৌদ্দ বছর পর। সম্ভবত পৌলের মন পরিবর্তনের দিন থেকে চৌদ্দ বছর পর; প্রায় ৪৯ খ্রীষ্টাব্দে।

২:২ বৃথা দৌড়াচ্ছি বা দৌড়েছি। পৌল জেরুশালেম মণ্ডলীর নেতাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে অ-ইহুদীদের কাছে তাঁর তবলিগ করা সুসমাচারের রূপরেখা তুলে ধরেন, যাতে করে এর যথার্থতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করে আবারও তিনি শিক্ষা দান ও তবলিগের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন।

২:৪ ভণ্ড ঈমানদার। যে সমস্ত ইহুদী ভাবাপন্ন ঈসায়ী মনে করতো যে, অ-ইহুদী থেকে আগত মন পরিবর্তনকারীদের খৎনা করা উচিত ও মূসার শরীয়ত পালন করা উচিত।

২:৫ তাদের বশবর্তী হলাম না। পৌল অনেক ব্যাপারে ধৈর্য ধরতেন, কিন্তু সুসমাচারের সত্যের ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র আপোস করতেন না।

২:৬ আল্লাহ্‌ মানুষের মুখাপেক্ষা করেন না। আল্লাহ্‌ মানুষের ঐতিহ্য, সুনাম, পদমর্যাদা অথবা তার সাফল্য ইত্যাদির দ্বারা কারও প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন না।

২:৭ খৎনা-না-করানো লোকদের মধ্যে। পৌলের পরিচর্যা কাজ মূলত অ-ইহুদী কেন্দ্রিক হলেও, তিনি প্রতিটি নতুন জায়গায় এসে আগে ইহুদীদের এবাদতখানায় গিয়েছেন। সুতরাং তিনি নিজেকে খৎনা করানো লোকদের থেকে দূরে রাখেন নি।

২:৯ সহভাগিতার ডান হাত। ইহুদী ও গ্রীক জাতির মাঝে প্রচলিত ভঙ্গি, যা বন্ধুত্বের অঙ্গীকার নির্দেশ করে। এর অর্থ হচ্ছে, পৌল ও বার্নাবাসর পরিচর্যা কাজের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন ছিল।

২:১০ দরিদ্রদের কথা স্মরণে রাখি। দরিদ্র ও অভাবীদেরকে এই দুনিয়ার বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাহায্য করা এবং তাদের জন্য মুনাজাত করা শুধুমাত্র ঈসায়ী হিসেবে নয়, প্রকৃত মানুষ হিসেবেও আমাদের একান্ত কর্তব্য।

২:১১ মুখের উপরেই তাঁর প্রতিরোধ করলাম। ঈসা মসীহের পরিচর্যাকারীদের মধ্যে যদি কেউ কোন ভুল বা অন্যায় করেন, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে পক্ষপাতহীনভাবে তাকে এর জন্য অভিযুক্ত করতে হবে, যাতে করে তিনি নিজেকে সর্বাংশে সংশোধন করতে পারেন।

২:১২ খৎনা-করানো লোক। জেরুশালেম মণ্ডলীর ঈসায়ী ঈমানদাররা; যারা মনে করতো, নাজাতের জন্য খৎনা করা ও শরীয়ত পালন করা আবশ্যক।

২:১৩ অন্য সকল ইহুদী। খৎনা করার মতবাদে বিশ্বাসী ঈসায়ীদের সহযোগী নয় এমন ইহুদী ঈসায়ীরা, যারা পিতরের আচরণের কারণে ভুল পথে ধাবিত হচ্ছিল।

BACIB International Bible CHURCH

ইহুদীদের সাথে হযরত পৌলের বিরোধ

ইহুদীরা পৌলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছিল	*পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন*
তারা বলেছিল যে, তিনি সত্যকে বিকৃত করেছেন।	তিনি স্বয়ং মসীহের কাছ থেকে তাঁর বার্তা গ্রহণ করেছেন (১:১,১২)।
তারা বলেছিল যে, তিনি ইহুদী ঈমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।	পৌল তাঁর সময়কার অন্যতম নিবেদিত-প্রাণ একজন ইহুদী ছিলেন। তথাপি তাঁর এই অত্যুৎসাহী কর্মকাণ্ডের মধ্যেও আল্লাহ্ তাঁকে ঈসা মসীহের সুসমাচারের দর্শন দানের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত করেছিলেন (১:১৩-১৬; প্রেরিত ৯;১-৩০)।
তারা বলেছিল যে, তিনি অ-ইহুদীদের কাছে সুসমাচার তবলিগ করার জন্য তার অর্থ পরিবর্তন করেছেন।	অন্যান্য প্রেরিতরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, পৌল যে কালাম তবলিগ করছেন সেটাই প্রকৃত সুসমাচার (২:১-১০)।
তারা বলেছিল যে, তিনি মূসার শরীয়ত অমান্য করছেন।	শরীয়ত অমান্য করা তো দূরে থাক, পৌল বরং শরীয়তকে সঠিক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, লোকেরা কী গুনাহ্ করেছে তা শরীয়তে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত রয়েছে এবং শরীয়ত তাদেরকে সরাসরি মসীহের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করে (৩:১৯-২৯)।

অ-ইহুদী ঈসায়ী ও ইহুদী ঈসায়ীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় পৌলের গালাতীয় মণ্ডলীর কাছে এই পত্রটি লেখা অত্যন্ত দরকারি হয়ে উঠেছিল। ইহুদীরা পৌলের কর্তৃত্বকে খর্ব করার চেষ্টা করছিল এবং তারা মিথ্যা সুসমাচার তবলিগ করছিল। এর পাল্টা জবাব হিসেবে পৌল তাঁর কর্তৃত্বকে প্রেরিতিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বলে দাবী করেছেন এবং তাঁর কথার সত্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। ইহুদীদের শরীয়ত ও অ-ইহুদী ঈসায়ীদের নিয়ে বিতর্ক জেরুশালেমের মাণ্ডলিক সভায় সমাধান করা হয়েছিল (প্রেরিত ১৫ অধ্যায়)। তথাপি সে সময় এই প্রসঙ্গ নিয়ে বিবাদ ও দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত।

রূপক: শরীয়ত বনাম দয়া

বিবি হাজেরা	বিবি সারা
পুরানো ব্যবস্থা (শরীয়ত)	নতুন ব্যবস্থা (দয়া)
সিনাই পাহাড়	কালভেরী
পরাধীনতা, তার সন্তানেরা ছিল গোলাম এবং সিনাই পাহাড়ে দেওয়া শরীয়ত পালন করত	স্বাধীনতা
বর্তমানের জেরুশালেম	বেহেশতের জেরুশালেম (ইব ১২:১৮-২৪)
বাঁদী স্ত্রীলোক	স্বাধীন স্ত্রীলোক
ছেলের জন্ম স্বাভাবিকভাবে	ছেলের জন্ম আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার ফল
তার সন্তানেরা গোলামীর অধীনে জন্মগ্রহণ করে	তাঁর সন্তানেরা স্বাধীনতায় জন্মগ্রহণ করে
তাদের অবস্থান পরিবর্তনে শক্তিহীন	পুত্রের উচ্চতর অবস্থানের অধিকারী
কাজ	ঈমান

রাখতে লাগলেন। ১৩ আর তাঁর সঙ্গে অন্য সকল
ইহুদীও কপট ব্যবহার করলো; এমন কি,
বার্নাবাসও তাঁদের কপটতার টানে আকর্ষিত
হলেন। ১৪ কিন্তু আমি যখন দেখলাম, তাঁরা
ইঞ্জিলের সত্য অনুসারে সরল পথে চলেন না
তখন আমি সকলের সাক্ষাতে কৈফাকে বললাম,
আপনি নিজে ইহুদী হয়ে যদি ইহুদীদের মত নয়,
কিন্তু অ-ইহুদীদের মত আচরণ করেন, তবে কেন
অ-ইহুদীদেরকে ইহুদীদের মত আচরণ করতে
বাধ্য করছেন?
১৫ আমরা জাতিতে ইহুদী, আমরা অ-ইহুদী
গুনাহ্‌গার নই; ১৬ তবুও বুঝেছি, শরীয়ত
অনুযায়ী কাজের জন্য নয়, কেবল ঈসা মসীহে
ঈমান আনার মধ্য দিয়েই মানুষকে ধার্মিক বলে
গ্রহণ করা হয়। সেজন্য আমরাও মসীহ্‌ ঈসাতে
ঈমানদার হয়েছি, যেন শরীয়ত অনুযায়ী কাজের
জন্য নয়, কিন্তু মসীহে ঈমান আনার জন্য ধার্মিক
বলে গৃহীত হই; কারণ শরীয়ত অনুযায়ী কাজের
জন্য কোন মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে
না। ১৭ কিন্তু আমরা মসীহে ধার্মিক বলে গৃহীত
হবার চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা নিজেরাও যদি
গুনাহ্‌গার বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকি তা হলে মসীহ্‌
কি গুনাহ্‌র পরিচারক? তা দূরে থাক। ১৮ কারণ
আমি যা ভেঙ্গে ফেলেছি তা-ই যদি পুনর্বার গাঁথি
তবে নিজেকেই অপরাধী বলে দাঁড় করাই।
১৯ আমি তো শরীয়তের দ্বারা শরীয়তের উদ্দেশে
মরেছি, যেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশে জীবিত থাকতে
পারি। ২০ মসীহের সঙ্গে আমি ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছি,
আমি আর জীবিত নই, কিন্তু মসীহ্‌ই আমার
মধ্যে জীবিত আছেন; আর এখন এই দেহে
আমার যে জীবন আছে তা আমি ইব্‌নুল্লার উপর
ঈমানের মাধ্যমেই যাপন করছি; তিনিই আমাকে
মহব্বত করলেন এবং আমার জন্য নিজেকে দান
করলেন। ২১ আমি আল্লাহ্‌র রহমত বিফল করি
না; কারণ শরীয়ত পালন করার মধ্য দিয়ে যদি
ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়, তা হলে মসীহ্‌
অকারণে মৃত্যুবরণ করলেন।

ঈমান না শরীয়ত?

৩ ১ হে অবোধ গালাতীয়েরা! কে তোমাদের
মুগ্ধ করলো? তোমাদেরই চোখের সামনে
তো ঈসা মসীহ্‌কে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার
কথা স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছিল। ২ কেবল
এই কথা তোমাদের কাছে জানতে চাই, তোমরা
কি শরীয়ত পালন করার জন্য পাক-রূহ্‌কে
পেয়েছ? না কি সুখবরের বার্তা শুনে পাক-রূহ্‌কে
পেয়েছ? ৩ তোমরা কি এমন অবোধ? পাক-রূহে
আরম্ভ করে এখন কি তোমরা দৈহিক চেষ্টায়
সমাপ্ত করতে চাইছ? ৪ তোমরা এত দুঃখ কি
বৃথাই ভোগ করেছ? আমি আশা করি তা বৃথা
যাবে না।
৫ বল দেখি, যিনি তোমাদের পাক-রূহ্‌ যুগিয়ে
দেন ও তোমাদের মধ্যে কুদরতি-কাজ সাধন
করেন, তিনি কি শরীয়ত পালনের জন্য তা
করেন? না কি সুখবরের যে বার্তা শুনেছিল
সেজন্য করেন?
৬ যেমন ইব্রাহিম “আল্লাহ্‌র উপর ঈমান
আনলেন, আর তা-ই তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে
গণিত হল।” ৭ অতএব জেনো, যারা ঈমান
অবলম্বন করে তারাই ইব্রাহিমের সন্তান। ৮ আর
ঈমানের কারণে আল্লাহ্‌ অ-ইহুদীদের ধার্মিক

৪:৩৬।
[২:১৪] প্রেরিত ১০:২৮।
[২:১৫] ফিলি ৩:৪,৫; ১শামু ১৫:১৮; লূক ২৪:৭।
[২:১৬] রোমীয় ৩:২৮; ৯:৩০; ৩:২৮; ৪:২৫।
[২:১৭] গালা ৩:২১।
[২:১৯] রোমীয় ৭:৪; ৬:১০,১১,১৪; ২করি ৫:১৫।
[২:২০] রোমীয় ৬:৬; ৮:১০; ১পিতর ৪:২; মথি ৪:৩; গালা ১:৪; রোমীয় ৮:৩৭।
[২:২১] গালা ৩:২১।
[৩:১] লূক ২৪:২৫; প্রেরিত ১৬:৬; গালা ৫:৭; ১করি ১:২৩।
[৩:২] ইউ ২০:২২; গালা ২:১৬; রোমীয় ১০:১৭; ইব ৪:২।
[৩:৫] ১করি ১২:১০; গালা ২:১৬।
[৩:৬] পয়দা ১৫:৬; রোমীয় ৪:৩।
[৩:৭] লূক ৩:৮।
[৩:৮] পয়দা ১২:৩; ১৮:১৮; ২২:১৮; ২৬:৪; প্রেরিত ৩:২৫।

কপট ব্যবহার। পিতর সাময়িকভাবে যে আচরণ করেছিলেন, যা শুধু যে ঈসায়ী নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রাসঙ্গিক ছিল তা নয়, বরং সেই সাথে তা ছিল নৈতিক ভণ্ডামীতে পূর্ণ, যা অন্যান্য ঈমানদারদের এমন কি বার্নাবাসকেও ভুল পথে প্রভাবিত করেছে। তাঁরা জানতেন যে, এই কাজ ছিল ভুল; কিন্তু ইহুদীবাদীদের কাছে তাঁদের প্রত্যয় এবং বিবেকের সততা পরাজিত হয়েছিল। পিতরের এই ব্যর্থতা আমাদেরকে শেখায় যে, প্রভুর অতি বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীও মারাত্মক ভুল করতে পারেন।

২:১৬ ঈমান আনার ... মানুষকে ধার্মিক বলে গণনা করা হয়। এই পত্রখানির প্রধান প্রতিপাদ্য আয়াত। শরীয়ত পালন করার মধ্য দিয়ে মানুষ ধার্মিক ও পবিত্র বলে গণ্য হয় না, বরং প্রভু ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান আনার মধ্য দিয়েই আল্লাহ্‌ মানুষকে ধার্মিক বলে স্বীকৃতি দেন। তবে পৌল এখানে শরীয়তের অবমূল্যায়ন করছেন না; কারণ এর আগে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র শরীয়ত পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম (রোমীয় ৭:১২)।

২:১৯ শরীয়তের উদ্দেশে মরেছি। মসীহ্‌তে ঈমান আনার মধ্য দিয়ে তিনি নতুন এক দুনিয়ায় প্রবেশ করেছেন, যেখানে তিনি আর শরীয়তের কাছে দায়বদ্ধ বা এর অধীন নন।

২:২০ মসীহের সঙ্গে আমি ক্রুশ বিদ্ধ। পৌল এখানে মসীহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে একটি ব্যক্তিগত গভীর ভালবাসা ও নির্ভরশীলতার উপরে জোর দিয়েছেন। যারা ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান এনেছেন, তারা তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপর ভিত্তি করে একান্ত গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

২:২১ মসীহ্‌ অকারণে মৃত্যুবরণ করলেন। অনুগ্রহকে শরীয়তের উপর নির্ভরশীল বলে অভিহিত করলে অনুগ্রহকে বিকৃত করা হয় এবং ক্রুশকে অপমানিত করা হয়, কারণ মানব জাতিকে শরীয়তের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করতেই মসীহ্‌ এসেছিলেন ও জীবন দিয়েছিলেন।

৩:১ অবোধ। তারা বুদ্ধিতে খাটো ছিল না, কিন্তু তারা সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা উপলব্ধি করতে পারে নি।

৩:২ শরীয়ত পালন করার ... পেয়েছ? ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান আনার ফলে আমরা পাক-রূহ্‌, অনন্ত জীবন ও অন্যান্য রহমতগুলো পেয়ে থাকি; কিন্তু যে ব্যক্তি শরীয়তের উপরে নির্ভর করে, সে অনন্ত জীবন বা পাক-রূহ্‌ কোনটিই পেতে পারে না, কারণ শরীয়ত মানুষকে জীবন দিকে সক্ষম নয়।

৩:৩ দৈহিক চেষ্টায়। নাজাত ও পবিত্রকরণ উভয়ই পাক-রূহের কাজ; মানবীয় প্রচেষ্টায় তা কখনোই সম্ভব নয়।

BACIB International Bible CHURCH

আমাদের কি এখনো পুরাতন নিয়মের আইন-কানুন পালন করা উচিত?

পৌল যখন বলেছিলেন যে, অ-ইহুদীরা (পৌত্তলিকরা) আর শরীয়তের আইন-কানুনের দ্বারা বাধ্যগত নয়, তখন তিনি এ কথা বলেন নি যে, পুরাতন নিয়মের আইন বা শরীয়ত আজকের দিনের জন্য প্রযোজ্য নয়। তিনি বলতে চেয়েছেন, নির্দিষ্ট কিছু আইন আর আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। পুরাতন নিয়মের শরীয়তে তিন ধরনের আইন-কানুন রয়েছে:

আনুষ্ঠানিক শরীয়তী আইন	এই ধরনের আইন বিশেষভাবে ইসরাইলের এবাদতের সাথে সম্পৃক্ত (উদাহরণস্বরূপ দেখুন, লেবীয় ১:১-১৩)। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ঈসা মসীহের ছায়া উপস্থাপন করা। এই কারণে ঈসা মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর এখন আর এই সকল আনুষ্ঠানিক আইনের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা আর শরীয়তী আইনের বাধ্যগত নই, কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ আমাদের পবিত্র আল্লাহ্‌র এবাদত করা ও তাঁকে ভালবাসা এখনও আমাদের জন্য দায়িত্ব হিসেবে প্রযোজ্য। ইহুদী ঈসায়ীরা অনেক সময় অ-ইহুদী ঈসায়ীদেরকে এই শরীয়তী আইন ভঙ্গ করার দায়ে অভিযুক্ত করত।
নাগরিক আইন	এই ধরনের আইন দ্বারা ইসরাইলদের নিত্যদিনের জীবন-যাপন প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করা হত (উদাহরণস্বরূপ দেখুন দ্বি.বি. ২৪:১০,১১)। যেহেতু আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতি এখন একদমই আলাদা, সে কারণে এই সকল নির্দেশনার কিছু কিছু এখন আর প্রযোজ্য নয়। এক সময় পৌল অ-ইহুদী ঈসায়ীদের এ ধরনের কিছু আইন পালন করতে বলেছিলেন, কিন্তু তারা তা পালন করতে বাধ্য ছিল বলে নয়, বরং তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতেই তিনি এই আদেশ দিয়েছিলেন।
নৈতিক আইন	এই ধরনের আইন প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে; যেমন দশ হুকুমনামা (হিজ ২০:১-১৭)। এ ধরনের আইনের জন্য প্রয়োজন কঠোর বাধ্যতা। এই আইন ও বিধান আল্লাহ্‌র প্রকৃতি ও তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করে। আজও এই আইন সম্পূর্ণভাবে কার্যকর ও প্রযোজ্য। নাজাত অর্জন করার জন্য নয়, বরং আল্লাহ্‌র কাছে সন্তোষজনক পথে চলবার জন্য ও জীবন-যাপন করার জন্য আমাদের এই আইনের প্রতি অনুগত হওয়ার আবশ্যক।

মানুষের ভ্রান্ত চেতনা	***পাক-রূহের ফল***
মন্দতা	উত্তমতা
ধ্বংসাত্মক	সৃষ্টিশীল
সহজে রেগে ওঠে	সহজে রেগে ওঠে না
নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন	নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ
আত্মকেন্দ্রিক	আত্মত্যাগ
স্বৈরাচারী ও কর্তৃত্বমূলক	স্বাধীন ও সেবামূলক
দমনকারী	উৎসাহ দানকারী
গুনাহ্‌পূর্ণ	পবিত্র

গণনা করেন, পাক-কিতাব আগেই তা দেখে ইব্রাহিমের কাছে পূর্বেই ইঞ্জিল জানানো হয়েছিল, যথা, "তোমাতে সমস্ত জাতি দোয়া লাভ করবে"। ৯ অতএব যারা ঈমানকে অবলম্বন করে তারা ঈমানদার ইব্রাহিমের সঙ্গে দোয়া লাভ করে।

১০ বাস্তবিক যারা শরীয়তের কাজ অবলম্বন করে তারা সকলে বদদোয়ার অধীন, কারণ লেখা আছে, "যে কেউ শরীয়ত কিতাবে লেখা সমস্ত কথা পালন করার জন্য তাতে স্থির না থাকে, সে বদদোয়াগ্রস্ত"। ১১ কিন্তু শরীয়তের দ্বারা কেউই আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হয় না, এই কথা সুস্পষ্ট, কারণ "ধার্মিক ব্যক্তি ঈমান দ্বারাই বাঁচবে"। ১২ কিন্তু শরীয়ত ঈমানমূলক নয়, বরং "যে কেউ এ সকল পালন করে, সেই তাতে বাঁচবে"। ১৩ মসীহ্‌ই মূল্য দিয়ে আমাদের শরীয়তের বদদোয়া থেকে মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য শাপস্বরূপ হলেন; কেননা লেখা আছে, "যাকে গাছে টাঙ্গানো হয়, সে বদদোয়াগ্রস্ত"; ১৪ যেন ইব্রাহিম যে দোয়া লাভ করেছিলেন সেই দোয়া মসীহ্ ঈসাতে অ-ইহুদীদের প্রতি বর্তে, আর যেন আমরা ঈমান দ্বারা অঙ্গীকৃত পাক-রূহ্‌কে লাভ করি।

শরীয়ত ও ওয়াদা

১৫ হে ভাইয়েরা, মানুষের জীবনে সাধারণত যা ঘটে তেমনি একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একবার যখন মানুষের চুক্তিপত্র স্থিরীকৃত হয় তখন কেউ তা বাতিল করে না, কিংবা তাতে নতুন কথা যোগ করে না। ১৬ ভাল, ইব্রাহিমের প্রতি ও তাঁর বংশের প্রতি ওয়াদাগুলো বলা হয়েছিল। তিনি বহুবচনে 'আর বংশ সকলের প্রতি' না বলে, একবচনে বলেন, "আর তোমার বংশের প্রতি;" সেই বংশ হলেন মসীহ্। ১৭ আমি এই কথা বলি, যে নিয়ম আল্লাহ্-কর্তৃক আগে স্থির হয়েছিল, চার শত ত্রিশ বছর পরে উৎপন্ন শরীয়ত সেই নিয়মকে উঠিয়ে দিতে পারে না, যা প্রতিজ্ঞাকে বিফল করবে। ১৮ কারণ উত্তরাধিকার যদি শরীয়তের উপর নির্ভর করে হত তবে আর ওয়াদার উপর নির্ভর করে দেওয়া হত না; কিন্তু আল্লাহ্ ওয়াদা দ্বারাই তা ইব্রাহিমকে দান করেছেন।

শরীয়তের উদ্দেশ্য

১৯ তবে শরীয়ত কিসের জন্য? অপরাধের কারণে শরীয়ত যোগ করা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না সেই বংশ আসেন, যাঁর কাছে ওয়াদা করা হয়েছিল; আর তা ফেরেশতাদের মাধ্যমে, এক জন মধ্যস্থের দ্বারা তা বহাল করা হয়েছিল। ২০ একজনের জন্য মধ্যস্থের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু আল্লাহ্ এক।

২১ তবে শরীয়ত কি আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাগুলোর বিরুদ্ধে যায়? অবশ্যই না! ফলত যদি এমন শরীয়ত দেওয়া হত যা জীবন দান করতে পারে, তবে ধার্মিকতা অবশ্যই শরীয়তের মধ্য দিয়ে আসত। ২২ কিন্তু পাক-কিতাব সমস্তই গুনাহ্‌র শক্তির অধীনে বন্দী করে রেখেছে, যেন প্রতিজ্ঞার ফল ঈসা মসীহে ঈমানের মধ্য দিয়েই ঈমানদারদেরকে দেওয়া যায়।

২৩ এই ঈমান আসবার আগ পর্যন্ত আমরা শরীয়তের অধীনে রক্ষিত হচ্ছিলাম, যতক্ষণ না পর্যন্ত ঈমান প্রকাশিত হয় তার অপেক্ষায় বন্দী ছিলাম। ২৪ এই রকম শরীয়ত মসীহের কাছে আনবার জন্য আমাদের পরিচালক গোলাম হয়ে উঠলো, যেন আমরা ঈমান দ্বারা ধার্মিক গণিত হই। ২৫ কিন্তু যখন থেকে ঈমান আসলো সেই থেকে আমরা আর পরিচালক গোলামের অধীন নই। ২৬ কেননা তোমরা সকলে মসীহ্ ঈসাতে ঈমানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তান হয়েছ; ২৭ কারণ তোমরা যত লোক মসীহের উদ্দেশে

[৩:৯] রোমীয় ৪:১৬; ৪:১৮-২২।
[৩:১০] দ্বি:বি: ২৭:২৬; ইয়ার ১১:৩।
[৩:১১] হাবা ২:৪; ইব ১০:৩৮।
[৩:১২] লেবীয় ১৮:৫।
[৩:১৩] দ্বি:বি: ২১:২৩।
[৩:১৪] যোয়েল ২:২৮।
[৩:১৫] রোমীয় ৭:১।
[৩:১৬] পয়দা ১৭:১৯; জবুর ১৩২:১১।
[৩:১৭] হিজ ১২:৪০; পয়দা ১৫:১৩,১৪।
[৩:১৮] রোমীয় ৪:১৪।
[৩:১৯] দ্বি:বি: ৩৩:২; হিজ ২০:১৯।
[৩:২০] ইব ৮:৬; ৯:১৫; ১২:২৪।
[৩:২১] গালা ২:১৭,২১।
[৩:২৩] রোমীয় ১১:৩২।
[৩:২৪] গালা ২:১৬।
[৩:২৫] রোমীয় ৭:৪।
[৩:২৬] রোমীয় ৮:১৪।
[৩:২৭] মথি ২৮:১৯; রোমীয়

৩:১০ তাতে স্থির না থাকে। যারা শরীয়তের প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্ত, তারা যদি আল্লাহ্‌র প্রদত্ত অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের কাজের মাধ্যমে ধার্মিকতা অর্জন করতে চায়, তাহলে তারা অবশ্যই বদদোয়াপ্রাপ্ত হবে; কারণ কেউই সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারে না।

৩:১১ ধার্মিক ব্যক্তি ঈমান দ্বারাই বাঁচবে। যখন কোন একজন ব্যক্তি ঈমানে ধার্মিক গণিত হয় তখন সে অভ্যন্তরীণভাবেও ধার্মিকতা লাভ করে, কারণ পাক-রূহ্ স্বয়ং তার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং বসবাস করেন।

৩:১৩ মসীহ্‌ই মূল্য দিয়ে ... মুক্ত করেছেন। 'মুক্ত করা' অর্থ মুক্তির মূল্য প্রদান করে দায়মুক্ত করা, অর্থাৎ কিনে নেওয়া। মসীহ্ আমাদের শাস্তি বহন করেছেন ও আমাদের বিকল্প হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন, যেন আমরা জীবন পাই।

গাছ। গাছের শুকনো কাণ্ড বা খুঁটি, যার উপর অপরাধীকে গেঁথে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত; এখানে ক্রুশ বোঝানো হয়েছে।

৩:১৯ শরীয়ত কিসের জন্য? মানুষের অপরাধ ও গুনাহ্ যে আল্লাহ্ ইচ্ছার গুরুতর লঙ্ঘন, তা দেখানোর জন্যই শরীয়তের আবির্ভাব। কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ধার্মিকতার পথে চালিত করে ঈসা মসীহ্‌তে প্রাপ্য খোদায়ী অনুগ্রহ, দয়া ও অনুগ্রহ গ্রহণের জন্য মানুষকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

৩:২০ কিন্তু আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ ও ইসরাইলের মধ্যে যে চুক্তি সংস্থাপিত হয়েছিল, তাতে সমস্ত ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী ছিলেন মূসা। কিন্তু ইব্রাহিমের সাথে আল্লাহ্‌র কৃত চুক্তিতে আল্লাহ্‌র সাথে ইব্রাহিমের প্রত্যক্ষ সংযোগ ও প্রতিশ্রুতি স্থাপিত হয়েছিল, অন্য কোন মধ্যস্থতাকারী এতে জড়িত ছিলেন না। এ কারণেই পৌল শরীয়তের চেয়ে আল্লাহ্‌র কৃত চুক্তিকে আরও বেশি গুরুত্ব দেন।

৩:২২ গুনাহ্‌র শক্তির অধীনে। পাক-কিতাব মানুষকে বিচারের অধীনে আনে এবং অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করে। অপরদিকে আল্লাহ্‌র চুক্তির অধীনে ঈসা মসীহের প্রতি ঈমান আনার মধ্য দিয়ে মানুষ আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহ লাভ করে।

৩:২৭ মসীহের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম নিয়েছ। আল্লাহ্‌র চিরন্তন চুক্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনা ও তাঁর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা এবং মসীহ্‌কে

বাপ্তিস্ম নিয়েছ, সকলে মসীহ্‌কে পরিধান করেছ।
২৮ ইহুদী বা গ্রীক, গোলাম বা স্বাধীন, নর ও
নারীর মধ্যে আর কোন পার্থক্য নেই, কেননা
মসীহ্ ঈসাতে তোমরা সকলেই এক হয়েছ।
২৯ আর তোমরা যদি মসীহের হও তবে
ইব্রাহিমের বংশ, ওয়াদা অনুসারে উত্তরাধিকারী।
৪ ১ আমার কথার অর্থ হল এই যে,
উত্তরাধিকারী যতকাল বালক থাকে,
ততকাল সর্বস্বের মালিক হলেও তার ও
গোলামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না; ২ কিন্তু
পিতার নিরূপিত সময় পর্যন্ত সে অভিবাবক ও
ধনাধ্যক্ষদের অধীন থাকে। ৩ তেমনি আমরাও
যখন বালক ছিলাম তখন দুনিয়ার নানা
রীতিনীতির গোলাম ছিলাম। ৪ কিন্তু কাল সম্পূর্ণ
হলে আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে তাঁর পুত্রকে প্রেরণ
করলেন। তিনি স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্ম নিলেন,
শরীয়তের অধীনে জন্মগ্রহণ করলেন, ৫ যাতে
তিনি মূল্য দিয়ে শরীয়তের অধীনে থাকা
লোকদের মুক্ত করেন আর আমরা দত্তক-পুত্রত্ব
লাভ করি। ৬ আর এই কারণে তোমরা সন্তান,
আল্লাহ্ তাঁর পুত্রের রূহ্‌কে নিজের কাছ থেকে
আমাদের অন্তরে প্রেরণ করলেন, আর ইনি
"আব্বা, পিতা" বলে ডাকেন। ৭ অতএব তুমি
আর গোলাম নও বরং সন্তান; আর যখন সন্তান
তখন আল্লাহ্ কর্তৃক উত্তরাধিকারীও হয়েছ।

আল্লাহ্‌র রহমতে স্থির থাকতে বিনতি

৮ আগে যখন তোমরা আল্লাহ্‌কে জানতে না
তখন তোমরা যাদের গোলাম ছিলে তারা স্বভাবত
কোন দেবতাই নয়। ৯ কিন্তু এখন তোমরা
আল্লাহ্‌র পরিচয় পেয়েছ, বরং আল্লাহ্ কর্তৃক
পরিচিত হয়েছ; তবে কেমন করে পুনর্বার ঐ
দুর্বল ও নিষ্ফল রীতিনীতির প্রতি ফিরছ? তোমরা
কি আবার ফিরে সেগুলোর গোলাম হতে চাইছ?
১০ তোমরা বিশেষ বিশেষ দিন, মাস, ঋতু ও
বছর পালন করছো। ১১ তোমাদের বিষয়ে
আমার ভয় হচ্ছে যে, কি জানি, তোমাদের মধ্যে
আমি বৃথাই পরিশ্রম করেছি।
১২ হে ভাইয়েরা, আমি তোমাদের এই অনুরোধ
করছি, তোমরা আমার মত হও, কেননা আমিও
তোমাদের মত হয়েছি। ১৩ তোমরা আমার কোন
অপকার কর নি; আর তোমরা জান, আমি
আমার শারীরিক দুর্বলতার জন্যই প্রথমবার
তোমাদের কাছে ইঞ্জিল তবলিগ করেছিলাম;
১৪ আর আমার দুর্বলতার কারণে তোমরা যে
পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলে তাতে তোমরা
আমাকে হেয়জ্ঞান কর নি, ঘৃণাবোধও কর নি,
বরং আল্লাহ্‌র এক জন ফেরেশতার মত, মসীহ্
ঈসার মত, আমাকে গ্রহণ করেছিলে। ১৫ তবে
তোমাদের সেই আত্ম-সন্তুষ্টি কোথায় গেল?
কেননা আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
সাধ্য থাকলে তোমরা নিজ নিজ চোখ উৎপাটন
করে আমাকে দিতে। ১৬ তবে তোমাদের কাছে
সত্যি কথা বলবার জন্য কি এখন আমি
তোমাদের দুশমন হয়েছি? ১৭ তারা তোমাদের
প্রতি অনেক যত্ন দেখাচ্ছে বটে কিন্তু তার
উদ্দেশ্য ভাল নয়; বরং তারা তোমাদেরকে
আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখতে চায়, যেন
তোমরা তাদেরই যত্ন কর। ১৮ অবশ্য যত্ন করা
ভাল যদি তা সৎ উদ্দেশ্যে করা হয়; কেবল
তোমাদের কাছে আমার উপস্থিতির কালে নয়,
কিন্তু সব সময়ই উত্তম বিষয়ে যত্ন করা ভাল।
১৯ আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমি পুনরায়
তোমাদেরকে নিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করছি,
যতদিন না তোমাদের মধ্যে মসীহ্ মূর্তিমান হন;

১৩:১৪।
[৩:২৮] কল ৩:১১; যোয়েল ২:২৯।
[৩:২৯] রোমীয় ৮:১৭।
[৪:৩] গালা ২:৪; কল ২:৮,২০।
[৪:৪] মার্ক ১:১৫; রোমীয় ৫:৬; ইফি ১:১০।
[৪:৫] ইউ ১:১২।
[৪:৬] প্রেরিত ১৬:৭।
[৪:৭] রোমীয় ৮:১৭।
[৪:৮] ২বংশা ১৩:৯; ইশা ৩৭:১৯; ইয়ার ২:১১; ৫:৭; ১৬:২০; ১করি ৮:৪,৫।
[৪:৯] ১করি ৮:৩; কল ২:২০।
[৪:১০] রোমীয় ১৪:৫; কল ২:১৬।
[৪:১১] ১থিষ ৩:৫।
[৪:১২] রোমীয় ৭:১; গালা ৬:১৮।
[৪:১৩] ১করি ২:৩।
[৪:১৪] মথি ১০:৪০।
[৪:১৬] আমোস ৫:১০।
[৪:১৭] গালা ২:৪,১২।
[৪:১৯] ১থিষ ২:১১;

আমাদের নাজাতদাতা হিসেবে সর্বাঙ্গে গ্রহণ করা।

৩:২৮ ইহুদী বা গ্রীক ... পার্থক্য নেই। গোষ্ঠীগত, সামাজিক ও লিঙ্গগত পার্থক্য মসীহ্‌তে এক হওয়ার মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত হয়।

৪:৪ স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্ম নিলেন। মসীহ্ যে সত্যিকার অর্থে মানুষ রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন, এর প্রমাণ হিসেবেই তিনি নারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন।

৪:৫ শরীয়তের অধীনে থাকা লোক। শুধুমাত্র ইহুদীরা নয়, সেই সাথে অ-ইহুদীরাও, কারণ মসীহ্ তাদেরকেও গুনাহ্‌র বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। একই ধারাবাহিকতায় পৌল অ-ইহুদীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন।

৪:৬ "আব্বা, পিতা" বলে ডাকেন। 'আব্বা' একটি অরামীয় শব্দ, যার অর্থ 'হে পিতা'। বেহেশতী পিতা আল্লাহ্‌কে এইরূপ সম্বোধন করার মধ্য দিয়ে ঈসা মসীহ্ একটি সুগভীর ও আন্তরিক সম্পর্কের পরিচয় আমাদেরকে দিয়েছেন, যা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে যেতে এবং তাঁকে পিতা বলে ডাকতে আমাদেরকে উৎসাহ দেয়।

৪:৮ যখন তোমরা আল্লাহ্‌কে জানতে না। যখন গালাতীয়রা পৌত্তলিক ছিল তখন তারা মনে করতো, যে সত্তাকে তারা পূজা করতো তারা ছিল দেবতা। কিন্তু যখন তারা ঈসায়ী হল, তখন তারা সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্‌র পরিচয় পেল।

৪:১২ তোমরা আমার মত হও। পৌল তাদেরকে শরীয়ত থেকে স্বাধীন হতে আহ্বান জানাচ্ছেন, যেমন তিনি নিজে স্বাধীন। মূলত এখানে তিনি ইহুদী দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে ঈসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

৪:১৩ শারীরিক দুর্বলতা। সম্ভবত পৌলের কোন ধরনের চোখের সমস্যা, বা ম্যালেরিয়া, বা খিঁচুনি, অথবা পাথরের আঘাতে সৃষ্ট কোন রোগ ছিল, যা তাঁকে নিদারুনভাবে কষ্ট দিচ্ছিল।

৪:১৪ মসীহ্ ঈসার মত ... গ্রহণ করেছিলে। গালাতীয়রা প্রথমে পৌলকে অতি সাদরে তাদের মাঝে গ্রহণ করে নিয়েছিল; কিন্তু ইহুদী থেকে আগত ঈসায়ীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা তাঁর প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে।

৪:১৫ আত্ম-সন্তুষ্টি কোথায় গেল? শরীয়তবাদী ইহুদী থেকে আগত ঈসায়ীদের কবলে পড়ে গালাতীয়দের মনের শান্তি এবং স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্ববোধ দূরে সরে গেছে।

চোখ উৎপাটন করে আমাকে দিতে। কথাটি রূপকার্থে বলা হয়েছে, যার মূল অর্থ হচ্ছে, পৌলের মঙ্গল হয় এমন যে কোন কাজ করার জন্য তারা সদা প্রস্তুত ছিল।

৪:১৯ প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করছি। প্রতীকী ভাষা ব্যবহার করে

২০ কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, এখন তোমাদের
কাছে উপস্থিত হয়ে অন্য স্বরে কথা বলি; কেননা
আমি তোমাদের বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

বিবি সারা ও হাজেরা

২১ বল দেখি, তোমরা যারা শরীয়তের অধীন
থাকতে ইচ্ছা করছো, তোমরা কি শরীয়তের কথা
শোন নি? ২২ কারণ লেখা আছে যে, ইব্রাহিমের
দুই পুত্র ছিল, এক জন বাঁদীর পুত্র, আরেকজন
স্বাধীন স্ত্রীলোকের পুত্র। ২৩ কিন্তু ঐ বাঁদীর পুত্র
সাধারণ নিয়ম অনুসারে আর স্বাধীন স্ত্রীলোকের
পুত্র প্রতিজ্ঞার গুণে জন্মেছিল। ২৪ এসব কথার
রূপক হচ্ছে– ঐ দুই স্ত্রী দুই নিয়ম; একটি তুর
পর্বত থেকে উৎপন্ন ও গোলামীর জন্য
প্রসবকারিণী; সে হাজেরা। ২৫ আর এই হাজেরা
আরব দেশস্থ তুর পর্বত; এবং সে এখনকার
জেরুশালেমের সমতুল্য, কেননা সে নিজের
সন্তানদের নিয়ে গালামী করছে। ২৬ কিন্তু
বেহেশতের জেরুশালেম স্বাধীন, আর সে
আমাদের জননী। ২৭ কেননা লেখা আছে,

"হে বন্ধ্যা নারী,
তোমরা যারা সন্তানের জন্ম দাও নি,
আনন্দ কর,
তোমরা যারা কখনও প্রসব যন্ত্রণা ভোগ কর
নি,
তোমরা উচ্চধ্বনি কর ও আনন্দে চিৎকার
কর,
কেননা সধবার সন্তানের চেয়ে
বরং পরিত্যক্তার সন্তান বেশি।"

২৮ হে ভাইয়েরা, ইস্‌হাকের মত তোমরা
প্রতিজ্ঞার সন্তান। ২৯ কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম
অনুসারে জাত ব্যক্তি যেমন সেকালে পাক-রূহের
শক্তিতে জাত ব্যক্তিকে নির্যাতন করতো, তেমনি
এখনও হচ্ছে। ৩০ তবুও পাক-কিতাবে কি বলে?
"ঐ বাঁদী ও তার পুত্রকে বের করে দাও; কেননা
ঐ বাঁদীর পুত্র কোনক্রমে স্বাধীন স্ত্রীলোকের
পুত্রের সঙ্গে উত্তরাধিকারী হবে না।" ৩১ অতএব,
হে ভাইয়েরা, আমরা বাঁদীর সন্তান নই, আমরা
স্বাধীন স্ত্রীলোকের সন্তান।

ঈসা মসীহে স্বাধীনতা

৫ ১ স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই মসীহ্‌ আমাদের
স্বাধীন করেছেন; অতএব তোমরা স্থির
থাক এবং গোলামীর জোয়ালিতে আর আবদ্ধ
হয়ো না।
২ দেখ, আমি পৌল তোমাদেরকে বলছি, যদি
তোমাদের খৎনা করানো হয় তবে মসীহের কাছ
থেকে তোমাদের কোনই উপকার হবে না।
৩ আমি পুনরায় সকলের কাছে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি
যে, যাকে খৎনা করানো হয়, সে সমস্ত শরীয়ত
পালন করতে বাধ্য। ৪ তোমরা যারা শরীয়ত
দ্বারা ধার্মিক গণিত হতে চেষ্টা করছো, তোমরা
মসীহ্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ, আল্লাহ্‌র রহমত
থেকে দূরে সরে গেছ। ৫ কারণ আমরা পাক-
রূহের দ্বারা ঈমানের মধ্য দিয়ে ধার্মিকতা লাভের
প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছি। ৬ কারণ মসীহ্‌
ঈসাতে খৎনা করানো বা খৎনা না করানোর
কোন মূল্য নেই, কিন্তু মহব্বত দ্বারা কার্যকর
ঈমানই মূল্যবান।
৭ তোমরা সুন্দরভাবে দৌড়াচ্ছিলে; তবে সত্যের
বাধ্য হতে কে তোমাদেরকে বাধা দিল? ৮ এই
প্ররোচনা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে নি, যিনি
তোমাদের আহ্বান করেছেন। ৯ অল্প খামি
ময়দার সমস্ত তালটিকে ফাঁপিয়ে তোলে।
১০ তোমাদের বিষয়ে প্রভু আমাকে এমন দৃঢ়
প্রত্যয় দেন যে, তোমরা কোন ভুল শিক্ষা গ্রহণ

রোমীয় ৮:২৯; ইফি ৪:১৩।
[৪:২১] রোমীয় ২:১২।
[৪:২২] পয়দা ১৬:১৫; ২১:২।
[৪:২৩] পয়দা ১৭:১৬-২১; ইব ১১:১১।
[৪:২৬] ইব ১২:২২; প্রকা ৩:১২; ২১:২,১০।
[৪:২৭] ইশা ৫৪:১।
[৪:২৮] গালা ৩:১৬।
[৪:২৯] পয়দা ২১:৯।
[৪:৩০] পয়দা ২১:১০।
[৪:৩১] রোমীয় ৭:৪।
[৫:১] মথি ২৩:৪; গালা ২:৪।
[৫:২] প্রেরিত ১৫:১।
[৫:৩] গালা ৩:১০।
[৫:৪] ইব ১২:১৫।
[৫:৫]রোমীয় ৮:২৩,২৪।
[৫:৬] রোমীয় ১৬:৩।
[৫:৭] ১করি ৯:২৪; গালা ৩:১।
[৫:৮] রোমীয় ৮:২৮।
[৫:৯] ১করি ৫:৬।
[৫:১০] ২করি ২:৩; ফিলি ৩:১৫; গালা ১:৭।

পৌল বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাদের নতুন করে আরও একবার পাক-রূহে জন্ম লাভ করা প্রয়োজন, যেন মসীহ্‌ আবারও তাদের মধ্যে মূর্তিমান হন।

৪:২০ অন্য স্বরে। পুনর্মিলন ও সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ভাষা, যার মধ্য দিয়ে তারা তাদের বর্তমান অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের মাঝে ফিরে আসতে সক্ষম হবে।

৪:২২ দুই পুত্র। পৌল এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফের মধ্যবর্তী পার্থক্যটি তুলে ধরেছেন। সিনাই পর্বতে যে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তাকে তিনি হাজেরার সন্তানের সাথে তুলনা করেছেন, যারা মাংসিক নিয়ম অনুসারে চলে ও এখনও পাক-রূহ্‌কে পায় নি। অন্যদিকে সারার সন্তানকে তিনি তুলনা করেছেন ইঞ্জিল শরীফের নিয়মের সাথে, অর্থাৎ নতুন নিয়মের সন্তানেরা পাক-রূহ্‌কে লাভ করেছে এবং তারাই প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র সন্তান বলে গণ্য হয়েছে।

৪:২৬ বেহেশতের জেরুশালেম। আল্লাহ্‌র বেহেশতী নগরী, যাতে ঈসা মসীহ্‌ রাজত্ব করেন এবং ঈসায়ীগণ যার নাগরিক।

৪:২৭ পরিত্যক্তার সন্তান বেশি। ইহুদীদের নির্বাসনের সময় জেরুশালেম ছিল বন্ধ্যা; কিন্তু সুসমাচার তবলিগের মধ্য দিয়ে ঈমানদারদের সংগ্রহ করা হবে, যাদের দ্বারা জেরুশালেমের সন্তান অপরিমেয় হবে।

৫:১ স্বাধীনতা। শরীয়তের জোয়ালি থেকে স্বাধীনতা। আল্লাহ্‌র আনুকূল্য লাভের উপায় হিসেবে শরীয়ত গুনাহ্‌গারের উপরে যে বোঝা চাপিয়ে দেয় তা অতি অসহনীয়।

৫:৪ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে গেছ। গালাতীয়দের মধ্যে কিছু কিছু লোক মসীহ্‌তে তাদের ঈমানের প্রতি অটল না থেকে কট্টর শরীয়তবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। পৌলের মতে এরা মসীহ্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

৫:৬ মহব্বত দ্বারা কার্যকর ঈমান। কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে যে, ঈমান দ্বারাই মানুষ নাজাত পায়। ঈমান কেবল সামান্য সম্মতি নয়, বরং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রতি জীবন্ত মহব্বত ও নির্ভরতা, যা স্বয়ং ঈমানকে প্রকাশ করে।

৫:৭ সুন্দরভাবে দৌড়াচ্ছিলে। ইহুদী থেকে আসা ঈসায়ীরা বিভেদ সৃষ্টি করার আগ পর্যন্ত গালাতীয়রা সুন্দরভাবে তাদের ঈসায়ী জীবন যাপন করছিল।

প্রাথমিক মণ্ডলীতে ঈসায়ীদের তিনটি দল

প্রাথমিক মণ্ডলীতে প্রায় শুরু থেকেই ঈসায়ী ভ্রাতৃত্ব ও ঈমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী দলগুলো ছিল সক্রিয়। এদের মধ্যে তিনটি দল ছিল সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত এবং আজকের দিনেও এদের প্রতিকৃতি অনেক মতাদর্শীদের মধ্যে দেখা যায়। এই তিনটি বিকৃত মতাদর্শ সম্বলিত দল প্রকৃত ঈসায়ী ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

দল	*ঈসায়ী হিসেবে তাদের দর্শন*	*তাদের মতাদর্শের মূল বক্তব্য*	*তাদের কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলো*
ইহুদী ঈসায়ী	এই ঈসায়ীরা হচ্ছে সেই সকল ইহুদী, যারা ঈসা মসীহ্‌কে তাদের প্রতিজ্ঞাত নাজাতদাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ কারণে যে কেউ একজন ঈসায়ী হতে চায়, তাকে আগে একজন ইহুদী হতে হবে।	তারা শরীয়ত ও আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাত জাতি হিসেবে ইহুদীদের পরিচয়ের প্রতি বিশেষভাবে স্পর্শকাতর ছিল। আল্লাহ্‌র কোন আদেশ অবহেলা বা উপেক্ষা করা তারা সহ্য করত না।	আল্লাহ্‌র বিধানে প্রায়শই মানুষ সৃষ্ট আইন ও আদর্শের অনু-প্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করত। তারা শরীয়তে সমস্ত জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করত।
দুনিয়াবী ঈসায়ী	এই ঈসায়ীরা হচ্ছে তারা, যারা "কোরো না" শীর্ষক দীর্ঘ একটি তালিকা অনুসারে জীবন ধারণ করে। তারা তাদের ভাল আচরণ দিয়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করতে পারে বলে বিশ্বাস করত।	তাদের মতে আল্লাহ্‌ আমাদের জীবনে প্রকৃত অর্থে যে পরিবর্তন আনেন তা প্রকাশ পাবে আমাদের আচরণ ও কাজের মধ্য দিয়ে।	আল্লাহ্‌র মতবাদকে বিনামূল্যে দত্ত উপহারের বদলে কাজের পুরস্কার হিসেবে দেখার প্রবণতা। ঈসায়ীদেরকে অসম্ভব কিছু আইন-কানুন পালনে বাধ্য করা ও সুসমাচারের সত্য বিকৃত করার জন্য বিতর্কিত।
বেপরোয়া ঈসায়ী	ঈসায়ীরা সকল আইনের উর্ধ্বে। তাদের কোন দিক-নির্দেশনার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌র পাক-কালামের চেয়ে তাঁর নির্দেশনা সম্পর্কে ঈসায়ীদের ব্যক্তিগত অনুভূতি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।	তারা মনে করে যে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ক্ষমা তাঁর আদর্শ অনুসারে আমাদের জীবন ধারণের উপর নির্ভর করে না। ঈমানের মাধ্যমেই তা অর্জন করা যায়, যা সম্ভব হয়েছে ক্রুশে ঈসা মসীহের মৃত্যুবরণের কারণে।	তারা এ কথা ভুলে যায় যে, ঈসায়ীরা মানুষ এবং তারা যদি শুধু আল্লাহ্‌ যা বলতে চান তা "অনুভব" করার চেষ্টা করে তাহলে তারা অবশ্যই ব্যর্থ হবে।
প্রকৃত ঈসায়ী	এই ঈসায়ীরা হচ্ছে তারাই, যারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, ঈসার মৃত্যুর কারণে আল্লাহ্‌ তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং উপহার হিসেবে অনন্ত জীবন দান করেন। তারা ঈমানের মধ্য দিয়ে এই দান গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ্‌ তাদের জন্য যা করেছেন তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বাধ্য ও অনুগত জীবন-যাপন করবে।	ঈসায়ী ধর্ম মনে প্রাণে ধারণ করার পাশাপাশি মৌখিক স্বীকৃতি দান করতে হবে। আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং তাঁর ক্ষমতা আমাদের মাঝে বাধ্যতা সৃষ্টি করে। গুনাহ্‌র ক্ষমা ও অনন্ত জীবন লাভের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিদিনই আল্লাহ্‌র চোখে সন্তোষজনক জীবন-যাপনের জন্য শক্তি পাই।	প্রকৃত ঈসায়ীরা সব সময় উপরোক্ত তিনটি দলের সৃষ্ট সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে চলেন।

BACIB | International Bible CHURCH

করবে না; কিন্তু যে তোমাদের মন অস্থির করে
তুলে, সে ব্যক্তি যেই হোক না কেন, সে অবশ্যই
আল্লাহ্‌র দেওয়া শাস্তি ভোগ করবে। ১১ হে
ভাইয়েরা, আমি যদি এখনও খৎনা তবলিগ করি
তবে আর নির্যাতন ভোগ করছি কেন? তা হলে
তো ক্রুশের বাধা দূর হয়ে গেছে। ১২ যারা
তোমাদের অস্থির করে তুলছে, তারা নিজদেরকে
একেবারে নপুংসক করে ফেলুক।
১৩ কারণ, হে ভাইয়েরা, তোমরা স্বাধীনতার
জন্য আহ্বান পেয়েছ; কেবল দেখো, সেই
স্বাধীনতাকে গুনাহ্‌-স্বভাবের পক্ষে ব্যবহার করো
না, বরং মহব্বতের দ্বারা এক জন অন্যের
গোলাম হও। ১৪ যেহেতু সমস্ত শরীয়ত মিলিয়ে
এই একটি কথায় বলা হয়েছে, যথা, "তোমার
প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে।"
১৫ কিন্তু তোমরা যদি পরস্পর ঝগড়াঝাটি ও
হিংসা-হিংসি কর, তবে দেখো, তোমরা যেন
একে অন্যকে ধ্বংস করে না ফেল।

পাক-রূহের বশে স্থির থাকতে নিবেদন

১৬ তাই আমি বলি যে, তোমরা পাক-রূহের
বশে চল। তা করলে তোমরা গুনাহ্‌-স্বভাবের
অভিলাষ পূর্ণ করবে না। ১৭ কেননা গুনাহ্‌-স্বভাব
পাক-রূহের বিরুদ্ধে এবং পাক-রূহ্‌ গুনাহ্‌-
স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; কারণ এই দু'টি
একটি অন্যটির বিরুদ্ধে বলে তোমরা যা করতে
চাও তা কর না। ১৮ কিন্তু যদি পাক-রূহ্‌ দ্বারা
চালিত হও তবে তোমরা শরীয়তের অধীন নও।
১৯ আবার গুনাহ্‌-স্বভাবের কাজগুলো হচ্ছে;
পতিতা-গমন, নাপাকীতা, লম্পটতা,
২০ মূর্তিপূজা, যাদুবিদ্যা, নানা রকম শত্রুতা,
ঝগড়া, ঈর্ষা, রাগ, স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা,
বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, ২১ হিংসা, মত্ততা, রঙ্গরস ও
সেই রকম অন্যান্য দোষ। এই সব বিষয়
সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করছি, যেমন
আগে করেছিলাম, যারা এই রকম আচরণ করে
তারা আল্লাহ্‌র রাজ্যে অধিকার পাবে না।

পাক-রূহের ফল

২২ কিন্তু পাক-রূহের ফল হল মহব্বত, আনন্দ,
শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, দয়া, বিশ্বস্ততা,
২৩ মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন; এই রকম গুণের বিরুদ্ধ
আইন নেই। ২৪ আর যারা মসীহ্‌ ঈসার, তারা
গুনাহ্‌-স্বভাবকে তার যত কামনা-বাসনাসুদ্ধ
ক্রুশে দিয়েছে। ২৫ আমরা যদি পাক-রূহের বশে
জীবন ধারণ করি, তবে এসো, আমরা পাক-
রূহের অধীনে চলাফেরা করি। ২৬ আমরা যেন
অনর্থক অহংকার না করি, পরস্পরকে জ্বালাতন
না করি, পরস্পরকে হিংসা না করি।

এক জন অন্য জনের ভার বহন করা

৬ ১ ভাইয়েরা, যদি কেউ কোন অপরাধে ধরা
পড়ে তবে তোমরা যারা রূহানিক, তোমরা
তেমন ব্যক্তিকে মৃদুতার রূহে সুস্থ কর। তোমরা
নিজের বিষয়ে সতর্ক থেকো যেন তোমরাও
পরীক্ষাতে না পড়। ২ তোমরা পরস্পর এক জন
অন্য জনের ভার বহন কর; এভাবে মসীহের
শরীয়ত সম্পূর্ণভাবে পালন কর। ৩ কেননা যদি
কেউ মনে করে থাকে যে, আমি একটা কিছু,
কিন্তু আসলে সে কিছুই নয়, তবে সে নিজে
নিজেকে ভুলায়। ৪ কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ
কাজ পরীক্ষা করে দেখুক, তা হলে সে কেবল
নিজের কাছে গর্ব করার কোন কারণ খুঁজে পাবে,
অপরের কাছে নয়; ৫ কারণ প্রত্যেকে নিজ নিজ
ভার বহন করবে। ৬ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র
কালামের বিষয়ে শিক্ষা পায়, সে তার শিক্ষককে
সমস্ত উত্তম বিষয়ে সহভাগী করুক।
৭ তোমরা ভ্রান্ত হয়ো না, আল্লাহ্‌কে পরিহাস
করা যায় না; কেননা মানুষ যা কিছু বুনবে তা-ই
কাটবে। ৮ যদি কেউ নিজের গুনাহ্‌-স্বভাবের
উদ্দেশে বুনে, সে গুনাহ্‌-স্বভাব থেকে বিনাশরূপ

[৫:১১] গালা ৪:২৯; ৬:১২; লূক ২:৩৪।
[৫:১২]
[৫:১৩] ১করি ৮:৯; ১পিতর ২:১৬; ১করি ৯:১৯; ২করি ৪:৫; ইফি ৫:২১।
[৫:১৪] লেবীয় ১৯:১৮।
[৫:১৬] ২করি ৫:১৭।
[৫:১৭] রোমীয় ৮:৫-৮; ৭:১৫-২৩।
[৫:১৮] রোমীয় ২:১২; ১তীম ১:৯।
[৫:১৯] ১করি ৬:১৮।
[৫:২১] মথি ১৫:১৯; ২৫:৩৪।
[৫:২২] মথি ৭:১৬-২০; ইফি ৫:৯।
[৫:২৩] প্রেরিত ২৪:২৫।
[৫:২৪] গালা ৬:৮; কল ২:১১।
[৫:২৬] ফিলি ২:৩।
[৬:১] মথি ১৮:১৫; ২করি ২:৭।
[৬:২] ইয়াকুব ২:৮।
[৬:৩] ১করি ৮:২; ৩:১৮।
[৬:৪] ২করি ১৩:৫; ১০:১২।
[৬:৫] ইয়ার ৩১:৩০।
[৬:৬] ১তীম ৫:১৭,১৮।
[৬:৭] হোসিয়া ১০:১২,১৩; ২করি ৯:৬।
[৬:৮] গালা ৫:২৪;

৫:১২ নপুংসক করে ফেলুক। পৌল ব্যঙ্গাত্মক সুরে এই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, যারা ঈসায়ী ভাইদেরকে খৎনা করানোর জন্য এভাবে যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে, তারা শুধু খৎনা নয়, নিজেদেরকে খোজা করে ফেলুক; তাতে যদি তারা শান্ত হয়।

৫:১৩ স্বাধীনতাকে গুনাহ্‌-স্বভাবের পক্ষে ব্যবহার। স্বাধীনতা মানে যা খুশি তাই করার অনুমোদন নয়, কিন্তু মহব্বতের সাথে আল্লাহ্‌কে ও একে অন্যকে সেবা করার স্বাধীনতা। তাই নিজ মাংসিক অভিলাষ পূরণের জন্য এই স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না।

৫:১৬ পাক-রূহের বশে চল। পাক-রূহ্‌ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই পার্থিব জীবন যাপন করাই গুনাহ্‌পূর্ণ অভিলাষকে জয় করার প্রধান চাবিকাঠি।

৫:১৭ একটি অন্যটির বিরুদ্ধে। ঈমানদারদের মাঝে যে রূহানিক সংগ্রাম হয়ে থাকে, সেখানে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, সে নিজেকে গুনাহ্‌-স্বভাবের হাতে সমর্পণ করবে, না কি পাক-রূহের অনুপ্রেরণায় মসীহের অনুগত হয়ে চলবে।

৫:২৪ গুনাহ্‌-স্বভাবকে ... ক্রুশে দিয়েছে। ঈসা মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈসায়ীরা গুনাহ্‌র উপরে বিজয় লাভ করেছেন এবং তাদের সমস্ত গুনাহ্‌-স্বভাব ও ভোগ বিলাস ত্যাগ করেছেন।

৬:১ মৃদুতার রূহে সুস্থ কর। কোন ব্যক্তিকে 'সুস্থ করা' অর্থ হচ্ছে তাকে গুনাহ্‌র জন্য প্রকৃত অনুতাপের দিকে নিয়ে যাওয়া মসীহের পথ ও আদর্শ অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করা।

৬:২ পরস্পর ... ভার বহন কর। এর অর্থ পরস্পরের রোগ-ব্যাধির সময়, দুঃখ-কষ্টের সময় এবং অর্থনৈতিক চাপের সময় পাশে এসে দাঁড়ানো; সেই সাথে বিশেষভাবে অন্যের রূহানিক ও মানসিক যে ভার রয়েছে তা সহনীয় করে তুলতে সান্ত্বনা দান করা।

৬:৪ নিজ নিজ কাজ পরীক্ষা করে দেখুক। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্ব হচ্ছে নিজ নিজ কাজ ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে সে বিশ্বস্ত কি না তা পরীক্ষা করে দেখা; কারও চেয়ে নিজেকে উৎকৃষ্টতর মনে করা কখনোই উচিত নয়।

৬:৭ আল্লাহ্‌কে পরিহাস করা যায় না। যারা দাবী করে যে, তারা নতুন জন্মপ্রাপ্ত, মসীহের অনুসারী ও পাক-রূহ্‌ লাভ করেছে, অথচ জেনে শুনে গুনাহ্‌-স্বভাব ধারণ করে, তারা

ফসল পাবে; কিন্তু পাক-রূহের উদ্দেশে যে বুনে,
সে পাক-রূহ্ থেকে অনন্ত জীবনরূপ ফসল
পাবে। ৯ আর এসো, আমরা সৎকর্ম করতে
নিরুৎসাহ না হই; কেননা নিরুৎসাহিত না হয়ে
তা করতে থাকলে যথাসময়ে ফসল পাব।
১০ এজন্য এসো, আমরা যেমন সুযোগ পাই,
তেমনি সকলের মঙ্গল সাধন করি, বিশেষভাবে
যারা ঈমানদার পরিবারের লোকজন তাদের মঙ্গল
করি।

শেষ কথা ও শুভেচ্ছা

১১ দেখ, আমি কত বড় অক্ষরে নিজের হাতে
তোমাদের লিখলাম। ১২ যেসব লোক
বাহ্যিকভাবে সুন্দর দেখাতে চায়, তারাই খৎনা
করাবার জন্য তোমাদের বাধ্য করছে। তারা এ
রকম করছে যেন মসীহের ক্রুশের কারণে তাদের
প্রতি নির্যাতন না ঘটে। ১৩ কেননা যাদের খৎনা
করানো হয় তারা নিজেরাও শরীয়ত পালন করে

আইয়ুব ৪:৮।
[৬:৯] জবুর ১২৬:৫; ইব ১২:৩; প্রকা ২:১০।
[৬:১০] মেসাল ৩:২৭; তীত ২:১৪।
[৬:১১] ১করি ১৬:২১।
[৬:১২] গালা ৫:১১;।
[৬:১৩] ফিলি ৩:৩।
[৬:১৪] রোমীয় ৬:২,৬।
[৬:১৫] ২করি ৫:১৭।
[৬:১৭] ২করি ১:৫; ১১:২৩।
[৬:১৮] রোমীয় ১৬:২০; ফিলি ৪:২৩; ২তীম ৪:২২; ফিলি ২৫।

না; বরং তারা তোমাদের খৎনা করাতে চায়,
যেন তোমরা তাদের দলে এসেছ বলে তারা গর্ব
করতে পারে। ১৪ কিন্তু আমাদের ঈসা মসীহের
ক্রুশ ছাড়া আমি যে আর কোন বিষয়ে গর্ব করি,
তা দূরে থাক; তারই দ্বারা আমার জন্য দুনিয়া
এবং দুনিয়ার জন্য আমি ক্রুশবিদ্ধ। ১৫ কারণ
খৎনা কিছুই নয়, অখৎনাও নয়, কিন্তু নতুন
সৃষ্টিই আসল বিষয়। ১৬ আর যেসব লোক এই
নিয়ম অনুসারে চলবে তাদের উপরে শান্তি ও
করুণা বর্ষিত হোক, আল্লাহ্‌র ইসরাইলের উপরে
বর্ষিত হোক।
১৭ এখন থেকে কেউ আমাকে কষ্ট না দিক,
কেননা আমি ঈসার ক্ষত-চিহ্নগুলো নিজের দেহে
বহন করছি।
১৮ হে ভাইয়েরা, আমাদের ঈসা মসীহের রহমত
তোমাদের রূহের সহবর্তী হোক। আমিন।

আসলে আল্লাহ্‌কে পরিহাস তথা প্রতারণা করে এবং তাঁকে অসন্তুষ্ট করে।

৬:১০ ঈমানদার পরিবারের লোকজন। যারা ঈমানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র পরিবারে নতুন জন্মলাভ করেছে, তারা একই পরিবারের সদস্য। এ কারণে আমাদের সকল কাজে ও মুনাজাতে তাদের মঙ্গল কামনা করাই সর্বদা কাম্য।

৬:১১ বড় অক্ষরে ... লিখলাম। অনেকের মতে ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি থাকায় পৌলকে বড় অক্ষরে লিখতে হয়েছিল, যেহেতু লিপিকার ব্যবহার না করে নিজের হাতেই তিনি পত্রের শেষ এই অংশটি লিখেছিলেন। মূলত পত্রের অধিকাংশই তিনি তার সহযোগীকে দিয়ে লেখাতেন।

৬:১৪ দুনিয়ার জন্য আমি ক্রুশবিদ্ধ। মসীহের ক্রুশ, যা আমাদের কাছে নাজাতদাতার মৃত্যু ও যন্ত্রণার প্রতীক, তা আমাদের ও দুনিয়ার মাঝে একটি বাধা বা প্রতিরক্ষাস্বরূপ। এখানে দুনিয়া বলতে বোঝানো হয়েছে যে বিষয়গুলো আল্লাহ্‌র, তাঁর রাজ্যের ও তাঁর ধার্মিকতার বিরোধিতা করে সেগুলোকে।

৬:১৬ আল্লাহ্‌র ইসরাইল। যারা নতুন নিয়ম দ্বারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে নতুন এক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। এই ইসরাইলের ইহুদী ও অ-ইহুদী নির্বিশেষে সকলেই আল্লাহ্‌র লোক।

৬:১৭ ক্ষত-চিহ্নগুলো। যে দুর্ব্যবহার পৌল ভোগ করেছেন (প্রেরিত ১৪:১৯; ১৬:২২; ২ করিন্থীয় ১১:২৪-২৫)। সে যুগে যেমন গোলামদের শরীরে তাদের মালিকেরা চিহ্ন দিয়ে দিত, তেমনি ঈসা মসীহের গোলামরূপে পৌলেরও ঐরকম চিহ্ন ছিল।

৬:১৮ হে ভাইয়েরা। যে চিঠিতে পৌল অনেক শক্ত কথা বলেছেন ও কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন সেই চিঠির শেষে তিনি তাদের সবাইকে স্নেহভরে সম্বোধন করলেন।

গালাতীয় পত্রটির মধ্যে যে সকল তুলনা ব্যবহার করা হয়েছে

◆ আদমের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে	মসীহের মধ্যে নাজাত পেয়েছে	◆ কাজ দ্বারা দোষী হওয়া	ঈমান দ্বারা নির্দোষ বলে গ্রহণ
◆ আদমের মধ্যে দৈহিকভাবে মৃত্যুবরণ করে	সবাই মসীহের মধ্যে রূহানিকভাবে জীবিত থাকে	◆ পরাজয়ের মধ্যে গোলামেরা	স্বাধীনতার মধ্যে পুত্রেরা
◆ অন্য (মিথ্যা) সুসমাচার	প্রকৃত সুসমাচার	◆ পুরানো ব্যবস্থা (বিবি হাজেরার উদাহরণ)	নতুন ব্যবস্থা (বিবি সারার উদাহরণ)
◆ মানুষের দেওয়া যুক্তি	আল্লাহ্‌র প্রকাশ	◆ গুনাহ্-স্বভাবের অধীনে চলাফেরা	পাক-রূহের অধীনে চলাফেরা
◆ শরীয়ত	দয়া	◆ গুনাহ্-স্বভাবের কাজ	পাক-রূহের ফল
◆ কাজ	ঈমান	◆ দয়া থেকে বিচ্যুত হওয়া	দয়ায় স্থির থাকা
◆ মৃত্যুর বদদোয়া	জীবনের দোয়া	◆ দুনিয়া বা নিজে হল গৌরবের বিষয়	মসীহের ক্রুশ হল গৌরবের বিষয়